দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 JAN 1995 ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর এক লাখ ছাত্রছাত্রী ঘরে বসে এসএসসি পড়তে পারবে

মাহমুদ হাফিজ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে এসএসসি পর্যায়ে সারা দেশে এক লাখ ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করবে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঘরে বসেই ছাত্রছাত্রীরা এই প্রোগ্রামের 'ওপেন স্কুল'-এর আওতায় এসএসসি পাস করতে পারবে। এ মাসের শেষদিকে ওপেন স্কুলের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হবে শিক্ষা কার্যক্রম। এই পদ্ধতি চালু হলে ঢাকাসহ সারা দেশের ১২ হাজার হাই স্কুল ও ৪ বোর্ডের ওপর থেকে চাপ কমবে। অবসান হবে লাখ লাখ অভিভাবকের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

সারা দেশে ১২ হাজার হাই স্কুলে প্রায় ৩০ লাখ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক স্তরে লেখাপড়া করছে। সীমিত আসন, আর্থিক দৈন্য ও অন্যান্য কারণে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর ভর্তি হতে পারে না। ভর্তি হলেও এসএসসি পরীক্ষার আগেই ঝরে পড়ে স্কুল থেকে। বিশেষ করে গ্রামের মেয়েরা বিয়ে, সাংসারিক ঝামেলা ও কুসংস্কারের কারণে সহশিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক পাস করতে পারে না। এদের সবার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ওপেন স্কুলের মাধ্যমে খুলে দিচ্ছে ঘরে বসে মাধ্যমিক পর্যায়ে লেখাপড়ার এক অবারিত দরজা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, এসএসসি কর্মসূচী নানা দিক দিয়ে সবার জন্য উন্মুক্ত। এ কর্মসূচীতে ১৪ বছর থেকে তদূর্ধ যে কোন বয়সের শিক্ষার্থী শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পাতার পর)

গ্রহণ করতে পারবে। বয়স কোন বাধা হবে না। কোন শিক্ষার্থী এক বছরে নির্ধারিত কোন বিষয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পরের বছর সে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। সময় ও মেধা অনুসারে যে কোন শিক্ষার্থী ৪/৫ বছর ধরে কোর্স শেষ করেও সার্টিফিকেট নিতে পারবে। প্রতিটি ১০০ নম্বরের ১০টি বিষয়ে কৃতকার্য হলেই শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট দেয়া হবে।

এসএসসি প্রোগ্রামে কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পাস শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে। তবে ভর্তির ব্যাপারে মহিলা ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রথম বছরে বাংলা প্রথম পত্র, ইংরেজী প্রথম পত্র, গণিত, বিজ্ঞান ও ইতিহাস, ভূগোল মিলে ৫০০ নম্বরের কোর্স থাকবে। এক বছরে তিনটি বিষয় নিয়েও পড়া যাবে। দ্বিতীয় বছরে বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র, কৃষি/গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ধর্মশিক্ষা এবং হিসাব রক্ষণ-ব্যবসা পদ্ধতি, অর্থনীতি-পৌরনীতি, উচ্চতর গণিত-এর মধ্য থেকে যে কোন একটি বিষয় নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে নেয়া যাবে। দ্বিতীয় বছরেও মোট নম্বর থাকবে ৫০০। প্রথম বা দ্বিতীয় বছরে অকৃতকার্য বিষয়ের পরীক্ষাও পরবর্তী বছরে দেয়া যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, সারা দেশে জেলা ও থানার ভাল স্কুল এই কর্মসূচীর টিউটোরিয়াল কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে। শিক্ষার্থীরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মনোনীত স্কুলসমূহে যোগাযোগ করে ভর্তি হতে পারবে। ভর্তির পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠ্য বই, অডিও, ভিডিও ক্যাসেট ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক পাঠ্য দেয়া হবে। শিক্ষার্থী নিজে নিজে ঘরে বসে এগুলো পড়বে। এ প্রোগ্রামের আওতায় রেডিও-টিভিতে প্রতিদিন অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে একদিন শিক্ষার্থী তার নিকটস্থ স্কুলে অবস্থিত টিউটোরিয়ালে গিয়ে পাঠ বুঝে নিতে পারবে। শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিটি বিষয়ের জন্য দুই শ' টাকা করে কোর্স ফি দিয়ে ভর্তি হতে হবে।

এ ব্যাপারে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিসেস-এর পরিচালক কে জি এম ফারুকী এ প্রতিবেদককে জানান, এই কর্মসূচী সফল করার জন্য দেশের বিভিন্ন থানা পরিষদ ভবনে ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্র (লোকাল সেন্টার) খোলা হয়েছে। এছাড়া সারা দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি রিজিওনাল রিসোর্স সেন্টার রয়েছে। প্রতিটি থানার ভাল স্কুলকে করা হয়েছে এই প্রোগ্রামের আওতাভুক্ত। তিনি জানান, ওপেন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যে কোন বিষয়ে এসব কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারবে। কে জি এম ফারুকী জানান, ব্যাপক প্রচারের আগেই ইতোমধ্যে এসএসসি কর্মসূচীর ব্যাপারে বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ এম শমসের আলী প্রতিবেদককে জানান, এই কার্যক্রম সারা দেশের গ্রামেগঞ্জে সাড়া জাগাবে। তিনি জানান, আমাদের দেশে কোন বিষয়ে ফেল করার কারণে এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পরের বছর আবার সব বিষয়ের পরীক্ষাই দিতে হয়। পৃথিবীর কোথাও এ নিয়ম নেই। তিনি জানান, এই প্রথম কোন বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষা পরের বছর দেয়ার সুযোগ সংবলিত পদ্ধতি চালু হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নেয়ার সুযোগ ও আগ্রহ অনেক বাড়বে। ডঃ শমসের আলী জানান, এই পদ্ধতিতে গ্রামবাংলার মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়বে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদের এক শ' ভাগই মেয়েদের দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হবে। তিনি জানান, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার দরজা নানা দিক উদার ও অবারিত করে দেয়া।